দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 NOV 1996
পৃষ্ঠা ? কলাম ৬

ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তির নামে নামকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের পুরাতন ত্রুটিপূর্ণ নীতিমালা বলবৎ রহিয়াছে। ফলে বিত্তশালী অনেক অজ্ঞাত, অখ্যাত অথবা সামাজিকভাবে প্রায় অপরিচিত ব্যক্তির নামে দেশে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার নামকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামসহ জাতীয় পর্যায়ে অবদান রহিয়াছে এমন সব দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের নামে তেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

(১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ব্যক্তির নামে

(১ম পৃঃ পর)

উঠে নাই। সারাদেশে হাতে গোনা দুই চারিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগ্রামী, ত্যাগী পুরুষের নামে নামকরণ হইয়াছে মাত্র। কোন ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিমালা হইতেছে কোন ব্যক্তি তাহার নামে বা তাহার কোন মনোনীত ব্যক্তির নামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করিতে চাহিয়া নির্ধারিত টাকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিলে প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যথারীতি উক্ত ব্যক্তির নামে হইয়া যাইবে। দেশ বরেণ্য ব্যক্তিদের নামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে নীতিমালায় কোন সুযোগ রাখা হয় নাই। এই ত্রুটিপূর্ণ নীতিমালা সংশোধনপূর্বক স্বাধীন সংগ্রামসহ দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সুযোগ রাখার দাবী উঠিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে বলা হয়, অচিরেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিমালা সংশোধন করিবে।

প্রচলিত নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ অথবা নাম পরিবর্তন করিতে চাহিলে কলেজের ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ টাকা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০ লক্ষ টাকা, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬লক্ষ টাকা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩ লক্ষ টাকা, কামিল মাদ্রাসা ৫ লক্ষ টাকা, আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসা ৪ লক্ষ টাকা, দাখিল মাদ্রাসা ৩ লক্ষ টাকা, জুনিয়র মাদ্রাসা ২ লক্ষ টাকা ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হয়। যাহার টাকা রহিয়াছে তাহার নামে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার নাম রাখা সম্ভব। ধারনা করা হইতেছে সারাদেশে ব্যক্তির নামে কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এমন কথা বলিয়াছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র। সূত্রটির মতে বিগত সরকারের আমলেও ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। এমনকি বিগত সরকারের আমলের নীতিমালা অনুসরণ না করিয়া অনেক স্কুল কলেজ মাদ্রাসার নামকরণ করা হইয়াছে। সরকার পরিবর্তনের পর ইহা লইয়া নানা কথা উঠে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এইসব অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিমালার সংশোধনপূর্বক একটি বাস্তবধর্মী নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। এই নীতিমালার আওতায় শুধু বিত্তশালী হইলে হইবে না, প্রস্তাবিত ব্যক্তির স্থানীয় অথবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুপরিচিতি থাকিতে হইবে। পাশাপাশি মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিল্পসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, ধর্মীয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের জন্য উপযুক্ত প্রস্তাব আসিলে অনুদান ব্যতিরেকে অথবা নামমাত্র অনুদানে উক্ত ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সুযোগ থাকিবে। দায়িত্বশীল সূত্রের মতে বিষয়টি শুধু শিক্ষা বোর্ডের উপর ছাড়িয়া না দিয়া সরকারের স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বোর্ডের সুপারিশসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানোর বিধান রাখা হইতে পারে। ইহাছাড়া সরকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম কোন দেশ বরেণ্য ব্যক্তির নামে করিতে চাহিলে ইহা দ্রুত বাস্তবায়নের বিধান রাখা হইবে। তবে ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি থাকা অপরিহার্য এমন কথা বলিতেছেন অনেকে। এই কমিটি সবকিছু যাচাই-বাছাই করিয়া যে সুপারিশ করিবে তাহা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করিবে। ইহাতে সমালোচনা, ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকিবে না। পাশাপাশি মহান ব্যক্তিদের নামে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার নামকরণের পথ সুগম হইবে। বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়েও বিবেচিত হইতেছে বলিয়া জানা যায়।

বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় নির্বাহ করিতে হয় সরকারকে। ইহার জন্য প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা দেয় সরকার। দুর্বল নীতিমালার কারণে বিত্তবান অজ্ঞাত, অখ্যাত ব্যক্তির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ যাহাতে না হয় তাহাও সরকারকে নিশ্চিত করিতে হইবে।